OPEN ACCESS *Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 35
Website: https://tirj.org.in, Page No. 310 - 314
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, published on October 2024, Page No. 310 - 314
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

দরবারী ঝুমুর প্রসঙ্গ

যুধিষ্ঠির মাহাত
Email ID : yudhimahato1992@gmail.com

Received Date *21. 09. 2024*
Selection Date *17. 10. 2024*

Keyword
Darbari, Jhumur, folk song, South West, Frontier, Bengal.

Abstract
My research paper is called Darbari Jhumur. Jhumur is a folk song of South West Frontier Bengal. A part of jhumor is Darbari jhumur. I claim that Barjuram Das is the creator of this jhumur. Darbari jhumors were sung by various royal families. Various genres are created around this Jhumur. The land of Darbari jhumur was once spread abroad. In the later period, the Darbari jhumur gradually disappeared. At present several courtly jhumors can be heard in the jhumur arena.

Discussion

দক্ষিন-পশ্চিম সীমান্ত বাংলার এক জেলা মানভূম। গঙ্গানারায়ণ বিদ্রোহের উত্তরকালে মানভূম জেলার (১৮৩৩) সৃষ্টি। এখানকার সাংস্কৃতিক ও ঐতিহ্য লোকসংস্কৃতিক আর উত্তরাধিকার প্রতিষ্ঠিত। ১৯৫৬ সালে ১লা নভেম্বর পুরুলিয়া জেলা উঠলেও মানভূমের যে প্রবাদ 'মানভূম-নাচভূম-গানভূম' আজও ধারাবাহিকতায় লোকসংস্কৃতির মূলভিত্তি। উদাহরণ হিসেবে হাজার বছর আগের চর্যাপদে ঝুমুরের প্রাণ প্রবাহ সুরে মানভূমের ইতিহাস, সংস্কৃতি জেগে আছে।

সংস্কৃতির প্রধানত ৪টি অঙ্গ। নৃত্য, গীত, চিত্র ও সাহিত্য। আদিম মানুষ যে দিন দু'পায়ের উপর দু'হাত তুলে দাঁড়াতে শিখেছিল, সে দিন জন্ম নেয় লোকনৃত্যের। আর সেই আনন্দ উচ্ছ্বাস ঘটেছিল গানের মধ্য দিয়ে। লোকগান এক অর্থে গেয় কবিতা অন্য অর্থে সমষ্টির গীতধারা। লোকসমাজের সৃষ্ট এক শিল্প। লোকগানের অন্যতম বউশিষ্ট সামাজিক সহজবোধ্যতা এবং বাস্তব রসকেন্দ্রিক। এর শিকড় থাকে মাটির গভীরে। গ্রামীণ অর্থাত লোকজীবনের অন্যতম এক বিনোদন সংগীত। যার সাথে মাটি, মানুষ আর প্রকৃতি মিলেমিশে একাকার।

লোকসংগীতে প্রধান ধর্ম সর্বজনবোধ্যতা ও সহজবোধ্যতা লোকগান বহু ধরণের। আসলে মাটির স্বরূপ জন-মানুষের চরিত্র প্রকৃতির উপর নির্ভর করেই লোকগান দাঁড়িয়ে থাকে। সেই লোকগানের ধারায় দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্তের গীতধারা হল ঝুমুর।

ঝুমুর হল মানভূমের সাংগীতিক ও সাহিত্যিক সম্পদ। বিশেষ করে ঝুমুর পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম, উড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জ, কেঁওঝর, সারাইকেলা, সুন্দরগড় ও ঝাড়খণ্ডের রাঁচী-পাঁচ পরগণা, ধানবাদ, দেওঘর, ডুমকা বৃহৎ এলাকার লোকসংগীত। এ গানের সৃষ্টি ও বিকাশের সাথে অসংখ্য আদিবাসী যেমন- মাহাত, মুণ্ডা, সাঁওতাল, খেড়িয়া, ভূমিজ, কামার, মাহালি, তাঁতি প্রভৃতি আদিবাসী ও অন্ত্যেবাসী মানুষের নিবিড় যোগসূত্র রয়েছে। 'ঝুমুর' শব্দটি নিয়ে লোকবিশেষজ্ঞগণ নানা ভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। তা ঝুমুর উৎস সন্ধানে ষোড়শ শতকে শুভঙ্করের বৈষ্ণব পদাবলী রচিত 'সংগীত দামোদর' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। সেটি হল —

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 35
Website: https://tirj.org.in, Page No. 310 - 314
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

"প্রায়ঃ শৃঙ্গারবহুলা মাধবীকমধুরা মৃদুঃ।
একৈব ঝুমুরী' লোকে বর্ণাদিনিয়মোজ্ঝিতা।।
অতো লক্ষণমেতস্যা নোদাহারি বিশেষত।"[১]

অর্থাৎ প্রায় শৃঙ্গার বহুল, মৃদু-মধুর ধ্বনি, যেখানে বর্ণসমূহ উজ্ঝিত থাকে, তাকেই লোক সমাজে ঝুমুর বলে। বস্তুত এটাই ঝুমুরের লক্ষণ উদাহরণ নয়।

গীতময়দেশ বাংলাদেশ বাংলায় বিশেষ ৪টি লোকসংগীতের প্রবাহ লক্ষ্য করা যায়— ১. উত্তরে ভাওয়াইয়া, ২. দক্ষিণে বাউল ৩. পূর্বে ভাটিয়ালি, ৪. পশ্চিমে ঝুমুর।

বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম দিকেই ঝুমুর গানের প্রচলন। তবে মানভূম জেলা এর লালন ভূমি। অর্থাৎ বর্তমান পুরুলিয়া, ঝাড়খণ্ডের ইচাগড়, চাণ্ডিল, পটমদা, চাস-চন্দনকিয়ারি, বোকারো, ধানবাদ, মুরি প্রভৃতি এলাকাকেই ঝুমুরের দেশ বলে চিহ্নিত করা যায়।

সাধারণভাবে ঝুমুরকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন—

১. ভাদরিয়া বা দাঁড়শালিয়া,
২. দরবারী বা নাচনীশালিয়া।

আরো বিস্তারিত ভাবে ঝুমুর গানকে ৭টি ভাগে ভাগ করা যায়—

১. ভাদরিয়া ঝুমুর,
২. খেমটি ঝুমুর,
৩. পাতা নাচের ঝুমুর,
৪. ভাদরিয়া ঝুমুর,
৫. করম নাচের ঝুমুর,
৬. ছো নাচের ঝুমুর,
৭. দরবারী ঝুমুর।

ঝুমুরের প্রাচীনতা ভাদরিয়াতে মেলে। ঝুমুরের বিকাশে টাঁইড় ঝুমুর থেকে দাঁইড় ঝুমুর এবং পরবর্তীকালে সেখান থেকে দরবারী ঝুমুরের সূচনা। ভাদরিয়া যে কাঠামো করে তার কীর্তনাঙ্গের গানের সুর ও তালের বিভিন্ন রাগরাগিনীর সংমিশ্রণে দরবারী ঝুমুরের সৃষ্টি। দরবারী কথাটির মধ্যেই দরবারকেন্দ্রিক, রীতি, ইতিহাস ঐতিহ্যের কথা আসে। সে কারণে দরবারকেন্দ্রিক গীতধারা দরবারীকে দরবারী ঝুমুর বলা হয়। দরবারী ঝুমুরের সঙ্গে নাচনী নাচের সম্পর্ক আছে সে কারণে একে নাচনীশালিয়া ঝুমুরও বলা হয়। 'ঝুমুর লোকজীবনের সন্ধান' গ্রন্থে কিরীটি মাহাত ঝুমুর গ্রন্থে ঝুমুরকে ৬টি ভাগে ভাগ করেছেন— ১. পয়ার, ২. ত্রিপদী, ৩. বারমাস্যা, ৪. পালা, ৫. বিরহ, ও ৬. চৈতালি।[২]

যে কোন সাহিত্যের গুনগত উৎকর্ষতা নির্ভর করে ভাষা, সুর, তাল, লয়, ছন্দ এবং অলংকারের বৈভবে। ঝুমুর যেহেতু লোকসম্পদ সেহেতু প্রাণ প্রবাহে লোকভাষা, লোকউপমা, প্রাচুর্য পরিলক্ষিত হয়। সুর ও তাল যে কোন সংগীতের প্রধান দিক। দরবারী ঝুমুরের মধ্যে কোমলনী ধারা সুরের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। দরবারী ঝুমুরের সুর ও তালের মধ্যে অনেক জটিলতা আছে বলে ঝুমুর গবেষক কিরীটি মাহাত মনে করেন। 'দরবারী ঝুমুর সুর ও তালের ক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রাপ্ত হয়েছে। স্বর বিস্তার যেন দেড় সপ্তক জুড়ে সুরের বিস্তৃতি ঘটে তেমনি তাদের ক্ষেত্রে কখন ও ৪০, ৫০ বা ৬০ মাত্রা পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে।[৩]

দরবারী ঝুমুরের গায়কী ধীর লয়ের। উদারা, মুদারা ও তারা সহযোগে এই গান ধীর লয় থেকে উচ্চলয়ে আবার উচ্চলয় থেকে বক্রলয়ে নেমে আসে। দরবারী ঝুমুরের বিশেষজ্ঞ রামকৃষ্ণ গাঙ্গুলীর উল্লেখযোগ্য একটি ধীর লয়ের দরবারী ঝুমুরের উদাহরণ হল —

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 35
Website: https://tirj.org.in, Page No. 310 - 314
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

"কবে বিনা ফুলেল বিনদ মালা
বিনত বিনদ সাজে ভাল
এমনি বিনদ নাগরা নিরিখ
কেন বিনোদিনী বাঁচে বল।"[৪]

আদিবাসী ঝুমুরের যে বাস্তব জীবনভিত্তিক ধারাটি প্রবহমান ছিল সেখানে রাধাকৃষ্ণ লীলার সুনির্দিষ্ট ধারার অনু প্রবেশের ফলে অনেক ক্ষেত্রেই তার উপমা উদাহরণ কৃত্রিম হয়ে পড়েছে। দরবারী ঝুমুরের ক্ষেত্রেও অলংকার রূপে অভিজাত নাগরিক রুচির সাথে লৌকিক রুচির সম্মিলন ঘটেছে। যেমন –

"লাল নীল শ্বেত পীত, দরট উর্ণিত কত (নানা রঙে প্রস্ফুটিত)
গাঁথলি মালা, যেন মণি মরকত আলো গ।"[৫]

আরার বারমস্যার ঝুমুর গুলিতে ভাব-ভাষা, অলংকারে গ্রামীণ জীবনের ছোঁয়া লক্ষ্য করা যায়। যেমন –

"ভাদর সুন্দর পূণিমার দিনে
সুখেতে থাকিতাম শ্যামেরি সনে,
একাকিনী আজ ঘরে রে
আশ্বিন মাসে, সরার পতি পাশে
মোর পতি পরবাসে।"[৬]

দৈনন্দিন জীবনের ভাষা কেন্দ্র করে ঝুমুর বিকশিত হয়নি। তার বিস্তার ব্যক্তি থেকে সমষ্টি, সামাজিক জীবন থেকে দার্শনিক সংযত সুগভীর জীবনবোধ জড়িয়ে। সে কারণে দরবারী ঝুমুরের ভাব, ভাষা, ছন্দ ও অলংকারের লৌকিক এবং অভিজাত সংমিশ্রণে গড়ে উঠেছে।

দরবারী ঝুমুরের পৃষ্ঠপোষক রাজ-জমিদারগণ। মানভূমের বিভিন্ন রাজা-জমিদার বিশেষভাবে কাশীপুর রাজপরিবার, পঞ্চকোট রাজপরিবার, সিল্লীর রাজপরিবার, বাঘমুণ্ডির রাজপরিবার জয়পুরের রাজপরিবার, বেগুনকোদরের রাজপরিবার, ঝালদার রাজপরিবারের অনুকূল্যে দরবারী ঝুমুর বিকাশ লাভ করে। এই রাজ-পরিবারগুলিকে নিয়ে এক একটি ঘরনা তৈরি হয়। যেমন– পাতকুম ঘরনা, সিল্লী ঘরনা, কাশিপুর ঘরনা, বাঘমুণ্ডি ঘরনা, জয়পুর ঘরনা, নাগপুর ঘরনা প্রভৃতি। আদিকাল থেকে সিল্লী হল ঝুমুরের এক প্রসিদ্ধ পীঠস্থান। এই রাজবংশের রাজা পৃথ্বিনাথ সিংহের ছোট রাণীর তৃতীয় পুত্র বিনন্দ সিং এ ধারাকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। অকৃতদার বিনন্দ সিং বৈষ্ণব ভাব ধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে গৃহত্যাগ করে ছিলেন। তিনি বহু ঝুমুর গান রচনা করেছিলেন। তাঁর গানেই ধ্বনিত হতে থাকে –

"বিনন্দ সিংহ কয়, যে জন রসিক হয়, অবশেষে দরশন পায়।"[৭]

তাঁর রচিত ঝুমুর পালা 'দধিসংবাদ পালা' এখনো বিখ্যাত।

রাজসভাগুলিতে সংগীত এবং নৃত্যযোগে লোকসংস্কৃতির চর্চা অনুশীলন অব্যাহত ছিল। উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে কাশীপুরের রাজ এস্টেটে ভবপ্রীতানন্দ ওঝা ঝুমুর কবি হিসেবে শ্রেষ্ঠত্বের আসন লাভ করেন। ঝুমুরের কথায় সর্বাগ্রে ভবপ্রীতানন্দ ওঝার নাম উঠে আসে। অল্প বয়সে পিতৃহারা ভবপ্রীতানন্দ ওঝা কাশীপুরের মহারাজা জ্যোতিপ্রসাদ সিংহ দেও এর রাজানুগ্রহ লাভ করেন। ১৩২৪ বঙ্গাব্দের ২০ ফাল্গুন একটি পত্রে কাশীপুরের মহারাজা সম্পর্কে লিখেছেন –

> "মহামানবের প্রবল প্রতাপান্বিত, সদ্ গুণাশয়, শরণাগত বৎসল, পরমা উদার হৃদয়,পঞ্চকোট বীরেশ্বর শ্রীল শ্রীযুক্ত শ্রী শ্রী মহারাজাধিরাজ জ্যোতিপ্রসাদ সিংহ দেও বাহাদুর আমার দুরবস্থা দর্শন করুণাচিত্ত হইয়া আমার গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য ত্রিশ টাকা মাসিক বৃত্তিদান করিয়া, আমার

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 35
Website: https://tirj.org.in, Page No. 310 - 314
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> অরণ্যবাস নিবারণ পূর্বক বৈদ্যনাথ ধামে দুই হাজার পোক্তাদালান খরিদ করিয়া বসবাসের জন্য আমায় দান করিয়াছেন। শ্রী শ্রী মান মহারাজ-বাহাদুর আমার প্রতি এই প্রকার কৃপা প্রকাশ না করিলে, অধ্যাবধি আমার জীবন রক্ষায় সংশয় ঘটিত, অতএব শ্রী শ্রী মহারাজ বাহাদুর আমার ভয় ত্রাতা এবং অন্নদাতা পিতাস্বরূপ।"[৮]

ভবপ্রীতানন্দ ওঝা 'বৃহৎ ঝুমুর রসমঞ্জরী' গ্রন্থ রচনা করেন। এতে ১০টি পালায় মোট ২২৭টি ঝুমুর স্থান পেয়েছে। তাঁর রচিত কয়েকটি ঝুমুর পালা হল- 'অথশ্রীরাধার দুর্জয় মানভঞ্জনপালা', 'শ্রীরাধার বিরহ' প্রভৃতি।

বাঘমুণ্ডির রাজা মদনমোহন সিংহ দেও। এই রাজার পৃষ্ঠপোষকতায় বাঘমুণ্ডিতে ঝুমুর ও ছো প্রসার লাভ করেছিল। এই ঘরনাতে বরজুরাম দাস, শ্রী গৌরাঙ্গ সিংহ, দুর্যোধন দাস এবং এই রাজার সভাকবি জগৎ কবিরাজ এই রাজার সান্নিধ্যলাভ করেছিল।

পাতকুম রাজার পৃষ্ঠপোষকতায় পাঁচজন ঝুমুর কবি সান্নিধ্য লাভ করেন। তারা হলেন-রামকৃষ্ণ গাঙ্গুলি, দুর্যোধন দাস, উদয় কবি, দীনা তাঁতি ও বিনোদ ঘোষাল। এই ৫ জনকে পাতকুম ঘরনার পঞ্চকবি নামে ভূষিত করা হয়।

সিন্ধুবালা সহ বহু নাচনী দরবারী বা নাচনীশালিয়া ঝুমুর গানের চর্চা করে গেছেন। অন্যদিকে প্রখ্যাত ঝুমুর গবেষক ঝুমুর ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায় বিভিন্ন দরবারী ঝুমুর কবিদের নাম উল্লেখ করেছেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল- জয়পুরের রাজা ভিক্ষাম্বর সিং দেও, বেগুনকোদরের রাজা কানাই সিং, চামু কর্মকার প্রমুখ।

জয়পুরের রাজা ভিক্ষাম্বর সিং দেও ঝুমুর কবি ও সঙ্গীতজ্ঞ হিসেবে প্রসিদ্ধ লাভ করেছিলেন। তাঁর রচিত ঝুমুরের সংখ্যা প্রায় তিন শতাধিক। ভণিতায় তিনি নিজের নাম ছাড়াও পুত্র রঘুনন্দন ও হরিনন্দন নাম ব্যবহার করেছেন। এই রাজার উদ্যোগে জয়পুরে রাসমেলা অনুষ্ঠিত হত, যা এখনো জয়পুরের জনসাধারণের উদ্যোগে হয়।

বেগুনকোদর জমিদার বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন ঝুমুর কবি কানাই সিং। তিনি মহাভারত ও শ্রীমদ্ভাগবতের কাহিনি অবলম্বনে অনেক গুলি পালা ঝুমুর রচনা করেছিলেন। তাদের মধ্যে কয়েকটি ঝুমুর পালার নাম হল— 'সুভদ্রাহরণ', 'সমুদ্রমন্থন' 'বনপর্ব' প্রভৃতি।

ঝুমুরের পৃষ্ঠপোষকতা ও বিকাশে জামতাড়ার রাজা শ্যামলাল সিং, সরাইকেল্লা প্রভৃতি স্থানের সামন্ত রাজা-জমিদারদের অনেক অবদান আছে। জামতাড়ার রাজা শ্যামলাল সিং এর পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন ঝুমুর শিল্পী চামু কর্মকার। চামুর গানে খুশি হয়ে রাজা চামুকে ১০ বিঘা জমি দান করেছিলেন। তার রচিত কয়েকটি ঝুমুর পালা হল— 'সীতাহরণ', 'বালীবধ', 'লবকুশ' ইত্যাদি।

দরবারী ঝুমুরের চর্চায় মানভূমের রাজা রাজোড়া নয়, ছোট ছোট জমিদার অবস্থাপন্ন ব্যক্তিরা তথা লোকসংস্কৃতির অনুরক্ত ব্যক্তিগণ দরবারী বা নাচনীশালিয়া ঝুমুর গানের পৃষ্ঠপোষণা করেছেন। বৈঠকী বা দরবারী ঝুমুরকে রাজদরবার থেকে সাধারণের দরবারে আনার জন্য মূল ভূমিকা পালন করে রসিক বা নাচনীগণ। আসলে দরবারী ঝুমুরের শুরুর দিকে কেবলমাত্র গীত ও বাদ্যের সংগত হত। কিন্তু ধীরে ধীরে তার সঙ্গে যুক্ত হয় নৃত্য, যাকে বলা হয় বাঈনাচ বা নাচনী নাচ। এই নাচের সূচনা করেন বাজড়ার জমিদার বৃন্দাবন সিংহ, পেলি এবং সুগন্ধা নামে দু-জন নাচনীকে নিয়ে। এমন কি লালন পুরস্কার প্রাপ্ত সিন্ধুবালা দেবীও তার সান্নিধ্য লাভ করেন।

দরবারী ঝুমুর এই দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত বাংলার একটি ঐতিহ্যবাহী ঝুমুর পরম্পরা। এই ঝুমুর পরম্পরায় রাজন্য আশ্রিত ঝুমুর কবিরা এই লোকগানের ধারাকে উচ্চাঙ্গ পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই ঝুমুর গানের প্রচার এবং প্রবাহ খানিকটা কমে এসেছে। যেহেতু উৎসাহ দেওয়ার সে পরিবার গুলি এখন আর নেই। রাজতন্ত্র আর নেই, জমিদারতন্ত্র আর নেই ফলে গানের ধারা বেঁচে আছে ব্যক্তিগত সুরে। ঝুমুর কবিরা, গবেষকরা, লেখকরা তাঁদের মধ্যে এই ধারাটিকে টিকিয়ে রেখেছেন। আমরা যদি সচেতন হয়ে এই গানগুলির যথাযথ ঝুমুর সংগীতের সংরক্ষণ, রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা না করি, তাহলে এক বিরাট অমূল্য সম্পদ আমাদের কাছ থেকে দ্রুত হারিয়ে যাবে।

দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত বাংলার লোকগানের মধ্যে ঝুমুর গান হল একটি ব্যাপকতর লোকগানের ধারা। শুধু দরবারী তো নয়। বিভিন্ন ধরণের যে সমস্ত ঝুমুরের প্রবাহ আছে সেই প্রবাহের ভিতর দরবারী একটি উচ্চাঙ্গ সংগীত ধারার

মতো। দরবারী ঝুমুরের একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ রয়েছে বাংলার লোকগানের সাম্রাজ্যের ভিতর। একে লালন করলে, পালন করলে কবিদের উৎসাহ করলে এই গীতধারাটি আবার ঐতিহাসিক তাৎপর্য নিয়ে বাংলার সমাজে সমাদৃত হতে পারে।

Reference:

১. শাস্ত্রী, গৌরানাথ, মুখোপাধ্যায় গোপাল, সঙ্গীত দামোদর, সংস্কৃত কলেজ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ ১৯৬০, পৃ. ২৯
২. দে, গোপাল, মাহাত কিরীটি ও সাধন, ঝুমুরঃলোকজীবনের সন্ধান, সিধো-কানহো বিরসা বিশ্ববিদ্যালয়, পুরুলিয়া, ২০১৪, পৃ. ৮০
৩. মাহাত, কিরীটি, ঝুমুর সংগীত ও সাহিত্য, রায় প্রিন্টার্স, ১৯৯২, পৃ. ১
৪. তদেব, পৃ .১৪
৫. রায়, সুভাষ, পুরুলিয়ার ঝুমুর, রাঢ় প্রকাশন, পৃ. ৮০
৬. তদেব, পৃ. ৮৪
৭. মাহাত, কিরীটি, সেন শ্রমিক, নির্বাচিত ঝুমুর, ক্রিয়েটিভ এ্যাসোসিয়েটস, কলকাতা, পৃ. ৩২
৮. ওঝা, ভবপ্রীতানন্দ, বৃহৎ রসমঞ্জরী, তৃতীয় সংস্করণ ১৩৩১, পৃ. ৪